দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16 JUN 1993
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

কিশোরগঞ্জ ঃ প্রায় তিন মাস আগে ঝড়ে কুর্শাখালী আমেনা স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা মেরামত করা হয়নি। গাছ তলায় ক্লাস হচ্ছে —দৈনিক বাংলা

বিদ্যালয় গৃহ ও শিক্ষা সরঞ্জাম নেই

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা নানা সমস্যায় ব্যাহত হচ্ছে। বহু বিদ্যালয়ে গৃহ নেই। নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা সরঞ্জাম। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরগঞ্জ থেকে জানান করিমগঞ্জ থানার 'কুর্শাখালী আমেনা স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ সম্প্রতি ঝড়ে উড়ে গেছে। এখন প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে চলছে এ স্কুলের ৩ শতাধিক ছাত্র ছাত্র–ছাত্রীর লেখাপড়া।

গত ২৬ মার্চ রাতে করিমগঞ্জ থানার উপর দিয়ে বয়ে যায় এক প্রচন্ড ঘূর্ণি ঝড়। এ ঝড়ে কাদির জঙ্গল, নোয়াবাদ ও জাফ্রাবাদ ইউনিয়নের ১২ শতাধিক কাঁচা–পাকা ঘর, ৫টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৭টি মক্তব, ২টি মাদ্রাসা ও ৩টি মসজিদ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। এর মধ্যে কুর্শাখালী আমেনা স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এ ব্যাপারে করিমগঞ্জের নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, যথা সময়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঝড়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও বিবরণ দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এ পর্যন্ত কোন সাহায্য এসে পৌছেনি।

ফলে ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ার প্রায় আড়াই মাস পড়েও 'কুর্শাখালী–আমেনা স্মৃতি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজো মেরামত সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় শিক্ষকগণ বাধ্য হয়ে ছেলেমেয়েদেরকে গাছতলায় ক্লাস করাচ্ছে।

শেরপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা শেরপুর থেকে জানান প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পরও আহাম্মদ নগর স্কুলের জরাজীর্ণ ভবনে ক্লাস চলছে। ফলে যে কোন মুহূর্তে তা ধসে পড়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

১৯৬৮ সালে আহাম্মদনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২০ ফুট দীর্ঘ শ্রেণীকক্ষ ও ৪৩ ফুট দীর্ঘ বিজ্ঞানাগার নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘদিন মেরামত না করায় তা অকেজো হয়ে পড়ে। উক্ত ভবন দু'টির ছাদ থেকে প্লাস্টার খসে পড়ছে। ফলে ঝুঁকি নিয়ে ছাত্র–ছাত্রীরা এ ভবনের ক্লাস করছে।

ইতিমধ্যেই ঝড়ে উক্ত বিদ্যালয়ের ৬টি দরজা এবং ১৯টি জানালা নষ্ট হয়। এই স্কুলের ভবন দু'টি কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো মেরামতের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

সাতক্ষীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা সাতক্ষীরা থেকে জানান, সাতক্ষীরায় সরকার অনুমোদিত নিবন্ধনভুক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সরকার পর্যায়ক্রমে অনুমোদিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিটিতে চার লাখ টাকারও বেশি বরাদ্দ দিয়েছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, সাতক্ষীরা সদর থানায় এ নীতিমালা মানা হয়নি। জরাজীর্ণ কিংবা একাধিকবার ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ বাদ রেখে অপেক্ষাকৃত ভাল গৃহ আছে এমন ৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের আওতায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে ৮০–এর দশক কিংবা তারও আগে নিবন্ধনকৃত বিদ্যালয় বাদ রেখে ৯০/৯১ সালে নিবন্ধনভুক্ত বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হচ্ছে।

শিক্ষকরা জানান সদর থানার রামচন্দ্রপুর, বাঁশদহা, কৈখালি রাজনগর বটতলা, কাঁঠালতলা, জোড়দিয়া, দৌলতপুরসহ বেশ কিছু বিদ্যালয় জরাজীর্ণ; অবস্থায় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ের নিবন্ধনও অনেক আগের। অথচ গৃহ সমস্যা প্রকট নয় এমন বৈকারী, বাঁশতলা, বাকারঘোর, নেবাখালি, আলিপুর ও মেল্লেখপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। এসব বিদ্যালয়ের নিবন্ধনও বেশি দিনের নয়।

খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে সদর থানা প্রাথমিক অফিস উৎকোচের বিনিময়ে এই বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। এ জন্য নির্মাণ তালিকা তারা ২/৩ বার পরিবর্তনও করেছে।